তারিখ ....23 APR 2017
পৃষ্ঠা ..20.. কলাম..2... ......

কালের কণ্ঠ

বিয়ে ঠেকাতে ইউএনওর শরণাপন্ন স্কুল ছাত্রী

বিয়েতে রাজি না হওয়ায় বরিশালে হামলা, চট্টগ্রামে বখাটের ছুরিকাঘাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
বরিশাল ও চট্টগ্রাম ▷ বাল্যবিয়ে থেকে রক্ষা পেতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) শরণাপন্ন হলো এক স্কুল ছাত্রী। সে ইউএনওর কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলায়। জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় এক স্কুল ছাত্রী বিয়েতে রাজি না হওয়ায় তার ওপর হামলা হয়েছে। ওই ছাত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়েছেন তার মা ও বোন। অন্যদিকে চট্টগ্রামে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এক তরুণীকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়েছে এক বখাটে যুবক। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বরিশাল থেকে আমাদের **নিজস্ব প্রতিবেদক** জানান, বানারীপাড়া উপজেলার খলিশাকোটা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির নূরজাহান আক্তার মিলি নামের এক মেধাবী ছাত্রী বাল্যবিয়ে থেকে রক্ষা পেতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত আবেদন করেছে। তার আবেদনের পর ওই দিন সন্ধ্যায়ই ইউএনও, থানার ওসি, সমাজসেবা কর্মকর্তা, মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা আগামী ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত মেয়ের পরিবারকে সময় বেঁধে দিয়েছেন ওই বাল্যবিয়ের আয়োজন থেকে সরে আসতে।

নূরজাহান আক্তার মিলির অভিযোগ থেকে জানা যায়, তার বাবার নাম আবু বক্কর সিদ্দিক। তাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী। তিনি কুয়েতপ্রবাসী। তাই মা নাসরিন আক্তার মনির সঙ্গে নানার বাড়িতে

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

বিয়ে ঠেকাতে ইউএনওর শরণাপন্ন —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

থেকে পড়ালেখা করছে মিলি। প্রায় তিন সপ্তাহ আগে তার বাবা বিদেশ থেকে দেশে আসেন। মা তাঁর সঙ্গে নোয়াখালী চলে যান। মায়ের অসুস্থতার কথা বলে মিলিকে নোয়াখালী নিয়ে যাওয়া হয়। ১৬ এপ্রিল বরিশালের উজিরপুরের ধামুড়ার বাসিন্দা জহিরুল ইসলামের সঙ্গে তার বিয়ের কাবিন হয়। মিলি ওই বিয়ের প্রতিবাদ করলে মা-বাবা দুজনেই তাকে শারীরিক নির্যাতন করেন। গত সোমবার স্কুলে যাওয়ার কথা বলে মিলি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গিয়ে লিখিত আবেদন করে।

বানারীপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান কালের কণ্ঠকে জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর সোমবার সন্ধ্যায় অন্য কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনি মিলির নানার বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁরা মেয়ের মায়ের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। মেয়ের মা বিয়ের ব্যাপারে অনড়। তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে। তাঁকে আগামী ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। এর পরও তিনি বিয়ের জন্য চাপ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে আগৈলঝাড়া উপজেলায় এক স্কুল ছাত্রী বিয়েতে রাজি না হওয়ায় তার ওপর হামলা হয়েছে। জানা গেছে, আগৈলঝাড়া উপজেলার বারপাইকা গ্রামের নিপুল করের মেয়ে নীলিমা কর নিশি এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। নিশির অমতে তার পরিবার একই উপজেলার সাহেবেরহাট মোল্লাপাড়া গ্রামের আদিত্য সরকারের ছেলে অমল সরকারের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিয়ে হওয়ার কথা। কিন্তু বিয়েতে রাজি না হওয়ায় সোমবার রাতে তার চাচা বিপুল কর ও রনি কর তাকে মারধর করেন। তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা নিশির মা অনিতা কর ও ছোট বোন ঈশিতাকেও মারধর করেন। রাতেই নিশি, অনিতা ও ঈশিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত দুই বোন গতকাল মঙ্গলবার সকালে আগৈলঝাড়ার সাংবাদিকদের কাছে ওই ঘটনার বর্ণনা দেয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গাজী তারিক সালমনের কার্যালয়ে যাওয়ার পথে অমল সরকার লোকজন নিয়ে তাদের তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় দুই বোন চিৎকার দিলে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করে এবং অমল সরকারকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে।

এ বিষয়ে অমল সাংবাদিকদের বলেন, 'পারিবারিক সম্মতিতে আমাদের বিয়ের দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন মেয়ে বিয়েতে রাজি ছিল। কিন্তু নাটকীয়ভাবে সে পাল্টে গেছে। এ নিয়ে সোমবার মেয়ের পরিবারের সঙ্গে বিয়ের ঘটক মেয়ের চাচার ঝগড়া হয়েছিল। একপর্যায়ে তা মারামারিতে রূপ নেয়। ওই ঘটনার পর বিয়ে ঠেকাতে মেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে যাচ্ছিল। তখন আমার সঙ্গে মেয়ের কথা-কাটাকাটি হয়েছে। স্থানীয়রা ভুল বুঝে আমাকে পুলিশে দিয়েছে।'

আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, বিয়েতে রাজি না হওয়ায় মেয়ের চাচা মারধর করেছে মর্মে মেয়েটি থানায় লিখিত দিয়েছে। তবে ওই অভিযোগে অমলের নাম ছিল না। তাই ওই ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া মারধরের মামলাটি বিধি অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওসি আরো বলেন, ঘটনার পর থেকেই মেয়ের চাচারা পলাতক রয়েছেন।

অন্যদিকে **চট্টগ্রাম** থেকে আমাদের **নিজস্ব প্রতিবেদক** জানান, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে শারমিন আক্তার রেশমি (২২) নামের এক তরুণীকে হাতে ও পায়ে ছুরিকাঘাত করেছে মো. রুবেল নামের এক বখাটে যুবক। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে নগরের পুরাতন চান্দগাঁও থানার সানোয়ারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, আহত শারমিন বোয়ালখালী উপজেলার কানুনগোপাড়া গ্রামের মৃত নুর মোহাম্মদের মেয়ে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি সাত বছর ধরে নগরের পুরাতন চান্দগাঁও থানার সানোয়ারা এলাকায় বড় বোনের সঙ্গে থাকেন।

হাসপাতালে শারমিনের বড় বোন বেবি আক্তার বলেন, 'সকালে রিকশাযোগে যাওয়ার সময় রুবেল রিকশার গতি রোধ করে শারমিনকে টেনে নামিয়ে ফেলে। এ সময় আমি বাধা দিলে রুবেল আমাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এ সময় রুবেল শারমিনের হাতে ও পায়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে আমরা শারমিনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। শারমিন বর্তমানে চমেক হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছে।'

বেবি আক্তার আরো জানান, রুবেল চান্দগাঁওয়ের মৌলভীপুকুর পাড় এলাকার মৃত শফির ছেলে। সে প্রাইভেট কারচালক। রুবেল বেশ কিছুদিন ধরে শারমিনকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তাতে শারমিন রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে রুবেল।

চমেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, শারমিনকে হাতে ও পায়ে ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় সকাল ১১টার দিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাঁর বোন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.....................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এম.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর